ত্রৈ মা সি ক

দুদক বার্তা

অব্যাহতভাবে দুর্নীতির দমন, নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরোধ এবং উত্তম চর্চার বিকাশ

১১তম বর্ষ ◆ ৪৫তম সংখ্যা ◆ জুলাই ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ ◆ আষাঢ় ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

এ সংখ্যায় যা আছে

- প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম
- এনফোর্সমেন্ট অভিযান
- প্রতিরোধ ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম
- উল্লেখযোগ্য মামলা, চার্জশীট, বিচার ও দণ্ড
- ক্রোক, জব্দ ও বাজেয়াপ্ত
- দুর্নীতি বিরোধী আইন পরিচিতি

কোথায় ও কীভাবে অভিযোগ করবেন

- ই-মেইল: chairman@acc.org.bd
- ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ (Anti-Corruption Commission-Bangladesh)
- দুদক অভিযোগ কেন্দ্রের হটলাইন ১০৬-এ (টোল ফ্রি) কল করে
- প্রবাসীগণ +৮৮০৯৬১২১০৬১০৬ নম্বরে কল করে
- কমিশনের চেয়ারম্যান/কমিশনার বরাবরে দুদক প্রধান কার্যালয়, ১ সেগুনবাগিচা, ঢাকার ঠিকানায় লিখিতভাবে
- ৮ টি বিভাগীয় কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় পরিচালক বরাবর লিখিতভাবে
- কমিশনের সকল জেলা/সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক বরাবর লিখিতভাবে

দুর্নীতি দমন কমিশনের অভিযোগ কেন্দ্রে নিচের দুর্নীতির অভিযোগ সম্পর্কে জানাতে কল করুন

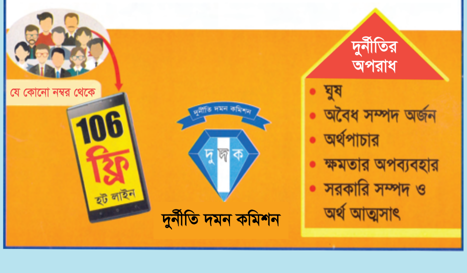

১৫ জুন ২০২৩ রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিনের সাথে দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ, কমিশনার (অনুসন্ধান) ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান ও কমিশনার (তদন্ত) মোঃ জহুরুল হক সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন

দুর্নীতি প্রতিরোধ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা হিসেবে দুদকের একটি কার্যকর পদ্ধতি হচ্ছে ফাঁদ অভিযান। সরকারি প্রতিষ্ঠানে ঘুষ লেনদেনের অবসান এবং দুর্নীতির উৎস নির্মূল করার লক্ষ্যে কমিশন ফাঁদ মামলা করে থাকে।

দুর্নীতি দমন কমিশন দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০০৭ সাল থেকে এ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা, ২০০৭-এর ১৬ নম্বর বিধিটি ফাঁদ মামলার ভিত্তি। কার্যকর ফাঁদ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে ফাঁদ অভিযান পরিচালনা সংক্রান্ত নতুন একটি গাইড লাইন তৈরি করেছে কমিশন। নতুন গাইড লাইন অনুযায়ী সরকারি কর্মচারী অথবা সরকারি কাজে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি কোনো কাজের জন্য ঘুষ দাবি করলে ঘুষ প্রদানের পূর্বেই তথ্যটি দুদক অভিযোগ কেন্দ্রের হটলাইন-১০৬ অথবা দুদকের প্রধান কার্যালয় অথবা নিকটস্থ দুদক কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করলে ঘুষ বা উৎকোচ দাবীকারীকে ফাঁদ পেতে হাতেনাতে ধরার ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিশন।

ফাঁদ অভিযান পরিচালনার ক্ষেত্রে বেশ কিছু শর্ত মেনে এ কার্যক্রম পরিচালনার বাধ্যবাধকতা রয়েছে, যেমন ঘুষ দাবির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত বা হয়রানির শিকার হওয়া ব্যক্তিকে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে সম্মত থাকতে হবে এবং তাকে নাম প্রকাশে ইচ্ছুক ব্যক্তি হতে হবে। 'ফাঁদ' কার্যক্রম বা ট্র্যাপ পরিচালনাকারী কর্মকর্তাকে দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা, ২০০৭-এর বিধি-১৬ ও বর্তমান গাইডলাইনে বর্ণিত নির্দেশনা আবশ্যিকভাবে পালন করতে হবে। নতুন গাইডলাইন অনুযায়ী, 'ফাঁদ পূর্ব, ফাঁদ পরিচালনা ও ফাঁদ পরবর্তী'-এই তিন ধাপে করে কাজ করতে হবে। প্রতিটি ধাপের করণীয় সংশ্লিষ্ট সকলকে আবশ্যিকভাবে পালন করতে হবে। অভিযোগ গ্রহণ, জব্দ তালিকা তৈরি ও সেগুলো জিম্মায় দেওয়া এবং এজাহার দায়েরসহ সব আইনগত পদক্ষেপ যথাযথভাবে শেষ করার নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে। কমিশনের অনুমোদনক্রমে প্রধান কার্যালয় বা বিভিন্ন অফিসের কর্মকর্তাদের নিয়ে গঠিত টিম দেশের যেকোন স্থানে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ফাঁদ অভিযান পরিচালনা করতে পারবে। কমিশন থেকে পূর্বানুমোদন নিয়ে ফাঁদ পরিচালনাকারী দল ও তল্লাশি দল গঠন করতে হবে।

ফাঁদ অভিযান পরিচালনার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো করা যাবে না তারও সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা নতুন গাইডলাইনে উল্লেখ করা হয়েছে। কোনো পাবলিক সার্ভেন্টকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে ও সজ্ঞানে মিথ্যা তথ্য দিয়ে ফাঁদ কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না। যিনি মিথ্যা তথ্য দেবেন তাকেসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবে দুদক। ফাঁদ পরিচালনার সময় অভিযোগকারী ও ফাঁদ দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের প্রয়োজনে পুলিশ, র‍্যাব বা অন্য কোনও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহযোগিতা ও তাদের যথাস্থানে মোতায়েনের ব্যবস্থা করারও নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ফাঁদ মামলার পরিসংখ্যানে দেখা যায় ২০১৮ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত গত পাঁচ বছরের মোট ৫৯ টি ফাঁদ মামলা পরিচালনা করা হয়েছে। ফাঁদ মামলার পাশাপাশি কমিশনের অভিযোগ কেন্দ্রের হটলাইন '১০৬'-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে দুর্নীতি প্রতিরোধমূলক সফল অভিযান পরিচালনা মাধ্যমেও বেশকিছু দুর্নীতি সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই তা প্রতিহত করা হয়েছে। উক্ত অভিযান আরও জোরদার করা হচ্ছে এবং এ লক্ষ্যে দুদকের গোয়েন্দা তৎপরতাও বৃদ্ধি করা হয়েছে।

দুদক বার্তার জন্য কোনো বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা হয় না

প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম

দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার (অনুসন্ধান) ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খানের বিদায়ী সংবর্ধনা

০১ জুলাই ২০২৩ তারিখে দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার (অনুসন্ধান) ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খানের মেয়াদ সমাপ্ত হওয়া উপলক্ষ্যে গত ২৬ জুন ২০২৩ কমিশনের সম্মেলন কক্ষে কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ ও কমিশনার (তদন্ত) জনাব মোঃ জহুরুল হক তাঁকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্যে চেয়ারম্যান ও কমিশনার (তদন্ত) মহোদয় দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধে কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খানের দৃঢ় অবস্থান ও অবদানের কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন এবং তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন।

কমিশনের সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন, মহাপরিচালক, পরিচালক, উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক ও উপসহকারী পরিচালকবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মচারীগণও অনলাইনে যুক্ত ছিলেন।

সাবেক সচিব মোছাঃ আছিয়া খাতুনকে দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার পদে নিয়োগ দিয়ে ১৩ জুন ২০২৩ তারিখ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। মোছাঃ আছিয়া খাতুন ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খানের স্থলাভিষিক্ত হবেন।

০৩-০৭ জুন ২০২৩ বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট কর্তৃক দুর্নীতির মামলা বিচারকার্যের সাথে সম্পৃক্ত বিজ্ঞ সিনিয়র স্পেশাল জজ ও স্পেশাল জজদের জন্য আয়োজিত দুর্নীতি বিষয়ক আইন/মামলা সংক্রান্ত “১৫০তম রিফ্রেশার কোর্স” এর উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠানে দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন।

দুর্নীতি দমন কমিশনের মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থিত কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ, কমিশনার (অনুসন্ধান) ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান ও কমিশনার (তদন্ত) জনাব মোঃ জহুরুল হক।

প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ, কমিশনার (অনুসন্ধান) ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান ও কমিশনার (তদন্ত) জনাব মোঃ জহুরুল হক।

গণশুনানি কার্যক্রম

এপ্রিল থেকে জুন, ২০২৩ প্রান্তিকে দেশের বিভিন্ন স্থানে মোট ০৬ টি গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে সরকারি সেবাদানকারী অফিস ও দপ্তরসমূহে কর্মরত কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিষয়ে গণশুনানির মাধ্যমে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সাতক্ষীরা সদর, ঝিনাইদহ সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জামালপুর সদর ও রংপুর মহানগরে অবস্থিত সরকারি অফিসসমূহের কার্যক্রমের বিষয়ে আনীত অভিযোগের ওপর এবং বরিশাল মহানগরে অবস্থিত সরকারি অফিসসমূহের কার্যক্রমের বিষয়ে আনীত অভিযোগের ওপর গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়। গণশুনানিতে উত্থাপিত অভিযোগের সংখ্যা ২০৮টি। এর মধ্যে ১১৬টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং ৯২টি অভিযোগ নিষ্পত্তির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

১৪.৫.২০২৩ সাতক্ষীরা সদরে অনুষ্ঠিত গণশুনানিতে সেবাগ্রহীতাগণের অভিযোগ শোনেন কমিশনার (তদন্ত) জনাব মোঃ জহুরুল হক

১৭.৫.২০২৩ ঝিনাইদহ সদরে অনুষ্ঠিত গণশুনানিতে বক্তব্য রাখেন কমিশনার (অনুসন্ধান) ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

৩০.৫.২০২৩ চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদরে অনুষ্ঠিত গণশুনানিতে বক্তব্য রাখেন কমিশনার (তদন্ত) জনাব মোঃ জহুরুল হক

০৬.৬.২০২৩ জামালপুর সদরে অনুষ্ঠিত গণশুনানিতে বক্তব্য রাখেন কমিশনার (তদন্ত) জনাব মোঃ জহুরুল হক

১৩.৬.২০২৩ রংপুর সদরে অনুষ্ঠিত গণশুনানিতে বক্তব্য রাখেন কমিশনের সচিব জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন

১৮.৬.২০২৩ বরিশাল সদরে অনুষ্ঠিত গণশুনানিতে অভিযোগ শোনেন কমিশনার (অনুসন্ধান) ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

দুর্নীতি দমন কমিশনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ০১ এপ্রিল থেকে ৩০ জুন ২০২৩ সময়ে দুর্নীতি দমন কমিশনের ৩৯৩ জন কর্মচারীকে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। কমিশনের বিভিন্ন পদে কর্মরত ৩৩০ জন কর্মচারীকে দাপ্তরিক দক্ষতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে 'দাপ্তরিক কার্যপদ্ধতি ও শৃংখলা' বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ০২ জনকে Osint System, ০৬ জনকে Countering Trade-Based Money Laundering Master Class, ২৫ জনকে ব্যাংকিং কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, ৩০ জনকে শুদ্ধাচার ও সুশাসন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও বিজ্ঞ আদালতের দায়েরকৃত মামলার কার্যক্রম, সাক্ষ্য-স্মারক দাখিল, প্রসিকিউশন ইত্যাদি বিষয়ে Judicial Administration Training Institute (JATI) এ তিনদিনের ওয়ার্কশপে (রিফ্রেশার্স কোর্সে) ৩৫ জন বিচারক অংশ গ্রহণ করেন।

ঝিনাইদহে অনুষ্ঠিত দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন শীর্ষক প্রশিক্ষণে বক্তব্য প্রদান করেন কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

জামালপুরে অনুষ্ঠিত দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন শীর্ষক প্রশিক্ষণে বক্তব্য প্রদান করেন কমিশনার জনাব মো: জহুরুল হক

আন্তর্জাতিক সেমিনার ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ

অস্ট্রিয়ার ভিয়েনাতে UNODC (UN), International Olympic Committee, ICC, FIFA, The European Union আয়োজিত Safeguarding Sport from Corruption: Focus on South Asia শীর্ষক ওয়ার্কশপে বাংলাদেশের পক্ষে অংশগ্রহণ করেন দুর্নীতি দমন কমিশনের সচিব জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন ।

Uttarakhand, India এর Rishikesh (Tehri) তে অনুষ্ঠিত G20, 2nd Anti-Corruption Working Group Meeting এ অংশগ্রহণ করেন দুর্নীতি দমন কমিশনের সচিব জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন ।

দুদক এনফোর্সমেন্ট ইউনিটের গৃহীত পদক্ষেপ

০১ এপ্রিল থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত দুদক অভিযোগ কেন্দ্র-১০৬ ও অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত ২২৫টি অভিযোগের বিষয়ে কার্যক্রম গৃহীত হয়। তন্মধ্যে অভিযোগের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভিন্ন দপ্তরে ৪১টি পত্র প্রেরণ করা হয়। দুদক আইনের তফসিল বহির্ভূত হওয়ায় পরিসমাপ্ত বা সংযুক্তকৃত অভিযোগের সংখ্যা ৭৪টি। প্রাপ্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ৮৭টি অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযান হতে কমিশনের অনুমোদনে উদ্ভূত অনুসন্ধান সংখ্যা ১৫টি।

এনফোর্সমেন্ট ইউনিট সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, বিআরটিএ অফিস, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, উপজেলা শিক্ষা অফিস, ভোমরা স্থল বন্দর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বোর্ড, সিভিল এভিয়েশন অথরিটি, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, জেলা প্রশাসন, বাংলাদেশ টেলিভিশন, ডিপিডিসি, তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড, আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, পানি উন্নয়ন বোর্ড, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, গাইবান্ধাসহ বিভিন্ন কার্যালয়ে অভিযান পরিচালনা করে।

ফাঁদ মামলা

মহিবুল ইসলাম ভূঁইয়া, উপকরকমিশনার, সার্কেল-১৩ (বেতনিক), কর অঞ্চল, রাজশাহী কর্তৃক সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে ক্ষমতার অপব্যবহার করে অপরাধমূলক অসদাচরণের মাধ্যমে ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা বৈধ পারিশ্রমিক ব্যতীত ঘুষ দাবির অভিযোগে ফাঁদ মামলায় গ্রেফতার হন।

মোহাম্মদ মনির হোসেন, উপব্যবস্থাপক, বিসিক জেলা কার্যালয়, শরীয়তপুর কর্তৃক প্লটের খাত পরিবর্তন আবেদন আটকে রেখে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা ঘুষ দাবির অভিযোগে ফাঁদ মামলায় গ্রেফতার হন।

নিয়োগ, প্রেষণ, পদোন্নতি, অবসর ও পুরস্কার

অবসর গ্রহণ		১২ জন
মৃত্যুবরণ		০২ জন
বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ	বিভাগীয় মামলা রুজু	০৪ টি
	বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান	০১ টি

এপ্রিল ২০২৩ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত মামলা/চার্জশিট

	মামলা	চার্জশিট
মোট মামলার/ চার্জশিট সংখ্যা	৬১	৪৪
মামলার আসামির সংখ্যা	১২৮	১১৫
মামলার এজাহারভুক্ত আসামিগণের পেশা :		
সরকারি চাকরি	৬৩	৫৯
বেসরকারি চাকরি	৬৩	২৫
ব্যবসায়ী	৬	১৩
রাজনীতিবিদ	০	০
জনপ্রতিনিধি	০	০
অন্যান্য	২৬	১৮
অপরাধের ধরন :		
জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন	২৯	২৯
আত্মসাৎ	২৪	২১
মানিলন্ডারিং	১	০
ঘুষ লেনদেন	১	০
জাল-জালিয়াতি	৬	৩
মিথ্যা অভিযোগ দায়ের	০	১

তথ্যসূত্র: কন্ট্রোল রুম / নিয়ন্ত্রণ কক্ষ

সম্পদ ব্যবস্থাপনা

এপ্রিল ২০২৩ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত বিজ্ঞ আদালতের ক্রোক ও অবরুদ্ধ সংক্রান্ত তথ্য

	০৫ টি নথিতে ক্রোককৃত সম্পদ	০৭ টি নথিতে অবরুদ্ধকৃত সম্পদ
দেশে	০.৯৫৭৭২ একর জমি, মূল্য- ৯৯,৩৮,৩৯৯/- ০১ টি বাড়ী/ভবন, মূল্য-৩৬,৮৭,৫০০ /- ১১ টি ফ্ল্যাট, মূল্য-১৬,৮৬,৫২,২৩২/- ০১ টি প্লট, মূল্য-২৫,২০,০০০/- ১৩ টি দোকান, মূল্য-৯৮,০০,০০০/- ০২ টি কমার্শিয়াল স্পেস, মূল্য-২,৮৫,০০,০০০/- ০১ টি গাড়ী, মূল্য-৩১,০০,০০০/-	৩৯ টি ব্যাংক হিসাব ও ৩৫ টি এফডিআর এ স্থিতির পরিমাণ- ৭,৪১,৭০,৯২৮/- টাকা ০৯ টি সঞ্চয়পত্র ও বন্ড-৯৬,০০,০০০/- টাকা বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ০৭ টি বিও হিসাবের স্থিতি-৬,১৫,৩৯,৯৫৪/-
বিদেশে	-	-
মোট মূল্য	২২,৬১,৯৮,১৩১/- (বাইশ কোটি একষট্টি লক্ষ আটানব্বই হাজার একশত একত্রিশ) টাকা	১৪,৫৩,১০,৮৮২/- (চৌদ্দ কোটি তিপ্পান্ন লক্ষ দশ হাজার আটশত বিরাশি) টাকা

** উল্লেখ্য মোট ০৯ টি আদেশে ক্রোক ও অবরুদ্ধ করা হয়েছে।

জুন ২০২৩ পর্যন্ত আদালত এর হালনাগাদ তথ্য

ঢাকা ও ঢাকার বাইরে নিম্ন আদালতে মোট ৩২৭৫টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। তন্মধ্যে ২৮৪৭ টি মামলার বিচার কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং মাননীয় সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের আদেশে ৪৩১টি মামলার বিচার কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে। বর্তমানে উচ্চ আদালতে ৬৭৬টি রিট, ৮২৯টি ফৌজদারী বিবিধ মামলা, ১১৩৬টি ক্রিমিনাল আপিল মামলা ও ৫৭৮টি ফৌজদারী রিভিশন মামলা নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আছে। তাছাড়া মাননীয় উচ্চ আদালত কর্তৃক ১৯টি মামলার স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে।

দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক দায়েরকৃত উল্লেখযোগ্য মামলা

অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পরিচয়	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
প্রফেসর ড.মুহাম্মদ ইউনূস, চেয়ারম্যান, গ্রামীণ টেলিকম, গুলশান-২ ঢাকাসহ অন্যান্য ১৩ জন	গ্রামীণ টেলিকম থেকে ২৫,২২,০৬,৭৮০/- টাকা আত্মসাৎ পূর্বক মানিলন্ডারিং এর অপরাধ
মো: জুলফিকার আলী হায়দার, সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা	সম্পদ বিবরণীতে ৫২,১৪,০৮১/- টাকার সম্পদের তথ্য গোপন এবং ১,৪১,৮৬,০২২/- টাকা জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন
জনাব আবুল খায়ের, চেয়ারম্যান, বেঙ্গল গ্রুপ লিমিটেড, গুলশান-২, ঢাকা	সম্পদ বিবরণীতে ১১,১২,৫০২.৭২ টাকার সম্পদের তথ্য গোপন এবং ৯০,৩২,৩০,০০০/- টাকার জ্ঞাত আয়ের উৎস বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ
ডলি কন্সট্রাকসন লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মো: নাসির উদ্দিন ও অন্যান্য	রূপালী ব্যাংক হতে ৪৪৩,৪৫,৯৫,৫০৪/- ঋণ গ্রহণ পূর্বক আত্মসাৎ
জনাব মো: তৌহিদুজ্জামান, প্রধান প্রকৌশলী (নির্মাণ প্রকৌশলী), বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএমই), প্রধান কার্যালয়, ঢাকা, বর্তমানে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রগতি ইন্ডা. চট্টগ্রাম	প্রতারণা ও জাল কাগজপত্র সৃজন করে লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ
জনাব মো: শফিক উদ্দিন, সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্টিবিউশন কোম্পানী লি: এবং সাবেক বোর্ড মেম্বার ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ স্মার্ট ইলেক্ট্রিক্যাল কোং, জনাব আব্দুল মোতালেব ও অন্যান্য	৩৬,৩৭,৫৬,৮৭৯/- টাকা আত্মসাৎ
ড. প্রশান্ত কুমার রায়, সাবেক সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	২,৮৫,২৯,৮১৬/- টাকার সম্পদ গোপনসহ ১,২৯,৯২,৩৮৮/- টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন
জনাব মামুন হাওলাদার, মুন্সিগঞ্জ, জনাব মো: আ: রউফ সরকার, রাজস্ব কর্মকর্তা (চ.দা.), ঢাকা কাস্টম হাউজ, ঢাকা ও অন্যান্য	পরস্পর যোগসাজশে ২,১০,০০০ পিস মেমোরী কার্ড বাবদ ৮৩,২৬,৩৪২/- টাকা আত্মসাৎ
ডাঃ মো: হারুনুর রশীদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মিসেস জাহানারা পারভীন, পরিচালক, মিসেস শাহনাজ বেগম, পরিচালক, আব্দুর রহমান তালাল ও অন্যান্য	কারসাজিপূর্বক শেয়ার বাজার হতে ১৩৯,৬৭,৯২,৭৯৩/- টাকা আত্মসাৎ
ডা. শেখ মোহাম্মদ হাসান ইমাম, সাবেক পরিচালক (প্রশাসন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (অব:) ও অন্যান্য	জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে উত্তরপত্র পরিবর্তন করে নিয়োগের অভিযোগ
সৈয়দ আব্দুল্লাহ, সাবেক ওসি, মঠবাড়িয়া থানা, পিরোজপুর, বর্তমানে পুলিশ পরিদর্শক, ক্রাইম শাখা, পুলিশ সুপারের কার্যালয়, ফেনী ও অন্যান্য	১৮ কোটি টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মামলায় চার্জশিট

অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
বেসিক ব্যাংক লি: এর সাবেক চেয়ারম্যান শেখ আবদুল হাই বাচ্চুসহ বিভিন্ন কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন কোম্পানি/প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারীসহ এজাহারনামীয় এবং তদন্তে আগত আসামীগণ কর্তৃক অসৎ উদ্দেশ্যে পরস্পর যোগসাজশে, ক্ষমতার অপব্যবহারপূর্বক অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গকরতঃ অন্যায়ভাবে নিজেরা লাভবান হয়ে এবং অন্যকে লাভবান করে ভূয়া মর্টগেজ, মর্টগেজের অতিমূল্যায়ন এবং মর্টগেজবিহীনভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বেসিক ব্যাংক লিঃ হতে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে ২২৬৫,৬৮,০০,১৪৫/২০ টাকা আত্মসাতের অপরাধে ৫৯টি মামলা হয় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ মামলাসমূহের তদন্ত শেষে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন।	
ডা. তওহীদুর রহমান, সাবেক সিভিল সার্জন, সাতক্ষীরা ও সাবেক অধ্যক্ষ, সাতক্ষীরা মেডিকেল অ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস) এবং ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএইচটি), সাতক্ষীরা, মোঃ শাহিনুর রহমান, প্রোঃ বেনিভোলেন্ট এন্টারপ্রাইজ, মোঃ মাহফুজ আলম, উপসহকারী প্রকৌশলী, গণপূর্ত	মালামাল ক্রয়ে অতিরিক্ত মূল্য দেখিয়ে সরকারি ৮৮,৫৪,২১০/- টাকা আত্মসাৎ
আর্কিটেক্ট আবদুস সালাম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান স্থপতি, ডোম-ইনো গ্রুপ, ঢাকা	সম্পদ বিবরণী দাখিল না করাসহ জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন
ডা. মোঃ আব্দুর রউফ, সাবেক অধ্যক্ষ, রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রংপুর (বর্তমান অবসরপ্রাপ্ত), মোঃ মোকছেদুল ইসলাম, প্রোপ্রাইটার, থ্রি আই মার্চেন্ডাইজ, ঢাকা	মেডিকেল যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ ১,৭৪,৯৬,৫০০/- টাকা অধিক মূল্যে ক্রয় দেখিয়ে আত্মসাৎ
এস. এম ফরমানুল ইসলাম, প্রাক্তন নির্বাহী পরিচালক, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফাইন্যান্স ফান্ড লিঃ , মোঃ নিসারুল কবির সিদ্দিকী, প্রাক্তন সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার, ট্রেজারি বিভাগ (হেড অব ট্রেজারার), বাংলাদেশ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফাইন্যান্স ফান্ড লিঃ, বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত	৬৬০,৪৩,০০,১৪৬/- টাকা আত্মসাৎ
মোঃ মোস্তফা কামাল, স্বত্বাধিকারী- মেসার্স রিমি এন্টারপ্রাইজ, মোঃ মাহবুবুল হক চিশতী ওরফে বাবুল চিশতী, সাবেক চেয়ারম্যান, অডিট কমিটি, দি ফারমার্স ব্যাংক লিমিটেড; চৌধুরী মোস্তাক আহমেদ, সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও, দি ফারমার্স ব্যাংক লিমিটেড, প্রকাশ চন্দ্র মোদক, হেড ব্যাংকিং অপারেশন ডিভিশন (অবঃ), পদ্মা ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়, মোঃ মনিরুল হক সাবেক এভিপি, পদ্মা ব্যাংক লিঃ	৭০,৬১,৮২৩/- টাকা আত্মসাৎ
নাজমা আরা বেগম, স্বামীঃ কাজী গোলাম মোস্তফা, কাজী গোলাম মোস্তফা, সাবেক সহকারী কমিশনার (কাস্টমস)	৫৯,৯৫,৭৫০/- টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন
পূর্ণিমা রানী, স্বামীঃ তাপস কুমার পাল, তাপস কুমার পাল, প্রাক্তন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, ঢাকা (অবঃ), চামেলীবাগ, শান্তিনগর, ঢাকা	৪৪,৫৭,৩৯৬/- টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন
স্বপন কুমার মিস্ত্রি, পরিচালক, রহমান কেমিক্যাল লিঃ, নাজিরপুর, জেলা- পিরোজপুর	যথা সময়ে সম্পদ বিবরণী দাখিল না করাসহ ১,১১,২২,৫২২/-টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন

উল্লেখযোগ্য বিচার ও দণ্ড

এপ্রিল-জুন, ২০২৩ প্রান্তিকে ১৮৯ টি মামলার বিচারিক আদালতে রায় হয়েছে। এর মধ্যে ১১৪ টি মামলায় সাজা হয়েছে। সাজা হওয়া উল্লেখযোগ্য কতিপয় মামলার বিবরণ:

আসামি	বিচার ও দণ্ড
আলী আকবর উপকর কমিশনার রাজস্ব সার্কেল-০২ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন	৩০-০৪-২০২৩ তারিখের রায়ে আসামির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় দণ্ডবিধির ১৬১ ধারায় ১৮ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডসহ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ০৬ মাসের কারাদণ্ড এবং ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় ০২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডসহ ২০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ০৩ মাসের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। সকল সাজা একত্রে চলবে।
আবদুল লতিফ ভূঁইয়া প্রিন্সিপাল অফিসার রূপালী ব্যাংক লিঃ, পোদ্দার বাজার শাখা, লক্ষীপুর	২৮-০৫-২০২৩ তারিখ রায়ে-আসামির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ৪০৯ ধারায় ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডসহ ৪৪ লক্ষ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ০৩ বছরের কারাদণ্ড এবং ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় ০৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডসহ ০২ লক্ষ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ০১ বছরের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। সকল সাজা একত্রে চলবে।
মোঃ খয়বর রহমান প্রধান অফিস সহকারী সমাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বগুড়া	১১-০৪-২০২৩ তারিখের রায়ে পলাতক আসামির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় দণ্ডবিধির ৪০৯ ধারায় ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ডসহ ১৪,৪৭,২৪৬/-টাকা জরিমানা, ৪২০ ধারায় ০৩ বছর সশ্রম কারাদণ্ডসহ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ০৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড, ৪৬৭ ধারায় ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ডসহ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ০১ বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড, ৪৬৮ ধারায় ০৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ডসহ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ০১ বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং ৪৭৭ক ধারায় ০৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ডসহ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ০১ বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। সকল সাজা একত্রে চলবে।
মোঃ সেলিম প্রধান, পরিচালক, জাপান-বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড প্রিন্টিং পেপার্স লিঃ, পুরানা পল্টন, ঢাকা	৩০-০৪-২০২৩ তারিখের রায়ে আসামি মোঃ সেলিম প্রধান, পরিচালক, জাপান-বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড প্রিন্টিং পেপার্স লিঃ, ঢাকার বিরুদ্ধে রুজুকৃত মামলার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ২৭(১) ধারায় ০৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডসহ ১০ লক্ষ টাকা জরিমানা এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪(২) ধারায় ০৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডসহ ৪৩,৯৯,০২,২৯০/- টাকা জরিমানা অনাদায়ে (০৪ মাসের মধ্যে পরিশোধে ব্যর্থ হলে) আরও ০৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। অর্থদণ্ডে উল্লিখিত ৪৩,৯৯,০২,২৯০/- টাকা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪(৩) ধারায় রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হয়।

দুর্নীতি বিরোধী আইন পরিচিতি

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ধারা ২ (ফ)এর সংজ্ঞা অনুযায়ী-"মানিলন্ডারিং" বলতে বোঝায় -

(অ) নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত সম্পত্তি জ্ঞাতসারে স্থানান্তর বা রূপান্তর বা হস্তান্তরঃ

(১) অপরাধলব্ধ আয়ের অবৈধ প্রকৃতি, উৎস, অবস্থান, মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ গোপন বা ছদ্মাবৃত্ত করা; অথবা

(২) সম্পৃক্ত অপরাধ সংগঠনে জড়িত কোন ব্যক্তিকে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ হইতে রক্ষার উদ্দেশ্যে সহায়তা করা;

(আ) বৈধ বা অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ বা সম্পত্তি নিয়ম বর্হিভূতভাবে বিদেশে পাচার করা; জ্ঞাতসারে অপরাধলব্ধ আয়ের অবৈধ উৎস গোপন বা আড়াল করিবার উদ্দেশ্যে উহার হস্তান্তর, বিদেশে প্রেরণ বা বিদেশ হইতে বাংলাদেশে প্রেরণ বা আনয়ন করা;

(ই) জ্ঞাতসারে অপরাধলব্ধ আয়ের অবৈধ উৎস গোপন বা আড়াল করিবার উদ্দেশ্যে উহার হস্তান্তর, বিদেশে প্রেরণ বা বিদেশ হইতে বাংলাদেশে প্রেরণ বা আনয়ন করা;

(ঈ) কোন আর্থিক লেনদেন এইরূপভাবে সম্পন্ন করা বা সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করা যাহাতে এই আইনের অধীন উহা রিপোর্ট করিবার প্রয়োজন হইবে না;

(উ) সম্পৃক্ত অপরাধ সংঘটনে প্ররোচিত করা বা সহায়তা করিবার অভিপ্রায়ে কোন বৈধ বা অবৈধ সম্পত্তির রূপান্তর বা স্থানান্তর বা হস্তান্তর করা;

(ঊ) সম্পৃক্ত অপরাধ হইতে অর্জিত জানা সত্ত্বেও এই ধরণের সম্পত্তি গ্রহণ, দখলে নেওয়া বা ভোগ করা;

(ঋ) এইরূপ কোন কার্য করা যাহার দ্বারা অপরাধলব্ধ আয়ের অবৈধ উৎস গোপন বা আড়াল করা হয়;

(এ) উপরে বর্ণিত যে কোন অপরাধ সংঘটনে অংশগ্রহণ, সম্পৃক্ত থাকা, অপরাধ সংঘটনে ষড়যন্ত্র করা, সংঘটনের প্রচেষ্টা অথবা সহায়তা করা, প্ররোচিত করা বা পরামর্শ প্রদান করা

** মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২(শ) ধারা অনুযায়ী মোট ২৮ টি অপরাধকে সম্পৃক্ত অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তন্মধ্যে, দুর্নীতি ও ঘুষ সংক্রান্ত সম্পৃক্ত অপরাধসমূহ হতে উদ্ভূত মানিলন্ডারিং অপরাধ দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক অনুসন্ধান ও তদন্তযোগ্য ।

আইনের ধারা	অপরাধ ও শাস্তি
মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪ (২) ধারা	(২) কোন ব্যক্তি মানিলন্ডারিং অপরাধ করিলে বা মানিলন্ডারিং অপরাধ সংঘটনের চেষ্টা, সহায়তা বা ষড়যন্ত্র করিলে তিনি অন্যূন ৪(চার) বৎসর এবং অনধিক ১২ (বার) বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং এর অতিরিক্ত অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির দ্বিগুণ মূল্যের সমপরিমাণ বা ১০(দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত, যা অধিক, অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।
মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪ (৩) ধারা	(৩) আদালত কোন অর্থদণ্ড বা দণ্ডের অতিরিক্ত হিসাবে দন্ডিত ব্যক্তির সম্পত্তি রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারবে।
মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর (৪) ধারা	(৪) কোন সত্তা এ আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করিলে বা অপরাধ সংঘটনের চেষ্টা, সহায়তা বা ষড়যন্ত্র করলে অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মূল্যের অন্যূন দ্বিগুণ অথবা ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা, যা অধিক হয়, অর্থদন্ড প্রদান করা যাইবে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন বাতিলযোগ্য হইবে।

দুর্নীতি দমন কমিশনের নাম ভাঙিয়ে ভুয়া পরিচয় প্রদান ও অর্থ দাবিকারী প্রতারকচক্রের বিষয়ে

সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি

একশ্রেণির প্রতারকচক্র কর্তৃক দুর্নীতি দমন কমিশনের নাম ভাঙিয়ে ভুয়া পরিচয় দিয়ে (সশরীরে/টেলিফোনে/ভুয়া পত্র প্রদান করে) জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে এবং অর্থ দাবী করা হচ্ছে মর্মে প্রায়ই অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। এ ধরনের কর্মকান্ডের মাধ্যমে প্রতারকচক্র সাধারণ মানুষকে হয়রানি করাসহ দুদকের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার অপচেষ্টা করছে। উল্লেখ্য, দুর্নীতি দমন কমিশন কারো বিরুদ্ধে অনুসন্ধান বা তদন্ত শুরু করলে পত্র মারফত উক্ত ব্যক্তিকে জানানো হয়; টেলিফোনে যোগাযোগ করা হয় না।

এমতাবস্থায়, উল্লিখিত কর্মকান্ড বিষয়ে কোনরূপ তথ্য পেলে দুদকের হটলাইন-১০৬ অথবা মহাপরিচালক মীর মোঃ জয়নুল আবেদীন শিবলী (মোবাইল: ০১৭১১-৬৪৪৬৭৫), উপপরিচালক (জনসংযোগ) জনাব মুহাম্মদ আরিফ সাদেক (মোবাইল: ০১৭১১-৫৭৩৮৭৪) এর সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো। প্রয়োজনে নিকটস্থ দুর্নীতি দমন কমিশন কার্যালয়ে কিংবা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তা গ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হলো।

স্বাক্ষরিত/
মোঃ মাহবুব হোসেন
সচিব
দুর্নীতি দমন কমিশন

যোগাযোগ

রেজওয়ানুর রহমান
মহাপরিচালক (প্রশাসন) ও সম্পাদকমন্ডলির সভাপতি,
দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

মুহাম্মদ আরিফ সাদেক
উপপরিচালক (জনসংযোগ) ও সম্পাদক, দুদক বার্তা
দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

প্রধান কার্যালয় : দুর্নীতি দমন কমিশন, ১ সেগুন বাগিচা, ঢাকা
ফোন : ২২২২৯০১৩
pr.acc.hq@gmail.com www.acc.org.bd

দুদক বার্তার জন্য কোনো বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা হয় না